201

আজকের কাগজ

তারিখ 27 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কেলেংকারি

প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগদান করতে ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে যে বিশজন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে ভর্তি হতে চেয়েছিলো তা নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারিদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ব্যাপারে ছাড় দেবার বিষয়টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিদের সন্তান সন্ততি হলেই শুধু ভর্তি পরীক্ষায় বসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভের ব্যাপারটি শুধু অবৈধ নয় অনৈতিকও বটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ঐসব অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি বন্ধের দাবীতে গত মঙ্গলবার গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের আহবানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট পালিত হয়। প্রকাশ যে গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারিদের প্রায় দু'শ আত্মীয় ভর্তি হয়, এ বছরেও নাকি একশত বিশজনকে ভর্তির আয়োজন চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারিদের সন্তান সন্ততিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতার অধিকারী হলে, ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে এবং যথারীতি তাতে উত্তীর্ণ হলে নির্দিষ্ট আসনের বাইরে তাদের ভর্তি করার যে রীতি দীর্ঘকাল চালু দিলো হঠাৎ কেনো তা শিথিল করা হলো তা আমাদের বোধগম্য নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিদের আত্মীয় পরিজন হলে ভর্তি পরীক্ষা দিলেই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায় তাহলে এর চেয়ে বেশি স্বজনপ্রীতি আর কিছু হতে পারেনা। যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর মেধা সংবর্ধনায় যোগদান করে বিশজন ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করায় তাদের ভর্তি বিতর্কিত হয়েছে সে একই কারণে ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিদের সন্তান সন্ততিদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ আরো বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করছে। পূর্বে খেলোয়াড়, শিল্পী প্রভৃতির জন্যে ভর্তির বিশেষ কোটা ছিলো এখন তা বাতিল করা হয়েছে। গত কয়েক বছর বিভিন্ন অনুষদের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির যে প্রক্রিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর রয়েছে তাতে ভর্তির ব্যাপারে ধর-পাকড় বন্ধ হয়েছিলো এবং একটা শৃংখলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিদের আত্মীয়তার সুবাদে যারা পরীক্ষা না দিয়ে বা পরীক্ষায় ফেল করে ভর্তি হবার যে সুযোগ পাচ্ছে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বানচাল করে দেবে।

আমাদের ধারণা গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে আটটি ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে যে ধর্মঘট পালন করে সে দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ছাত্রসংগঠনগুলোর ঐসব ন্যায্য দাবী মেনে নেয়া। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কাউকে কোনো বিভাগে ভর্তি করা যাবে না, হোক সে প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী নেত্রীর অনুগ্রহভাজন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ভর্তির প্রশ্নই আসে না তিনি যে-ই হোন না কেনো, ভাইস চ্যান্সেলর বা পিয়ন যার সন্তান সন্ততিই তিনি হোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে শুধু ভর্তি পরীক্ষা দিলেই চলবেনা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং মেধা তালিকায় ন্যূনতম স্থানে থাকতে হবে। অন্যথা সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে না, তার বাবা মা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্মচারি হলেওনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারিদের সন্তান সন্ততিদের ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করলেও ভর্তির যে সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তাতে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারিদের সন্তান সন্ততিরা যখন জানে যে, ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেই তাদের ভর্তি সুনিশ্চিত তখন তাদের প্রাক ভর্তি ও ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করায় অনিহা দেখা দিলে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু থাকবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারিদের সন্তান সন্ততিদের উচিত পরীক্ষায় ভালো করে নিজের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। বাবা মায়ের নাম ভাঙিয়ে নয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারিদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যত ও কল্যাণের জন্যেই তাদের ভর্তির ব্যাপারে নিয়ম কানুনের শিথিলতা বাতিল করা উচিত।